ভূমিকা

ইক্বরা বিস্‌মি রাব্বিকাল্লাযী খালাক্ব– "পড় তোমার রবের (প্রতিপালকের) নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন।" এভাবেই সর্বকালের মানবজাতিকে আল্লাহ পাক "পড়" এই শাশ্বত আদেশটি দেন।

কৃতজ্ঞতা অর্থাৎ প্রশংসার সবটুকুই মহামহীয়ান আল্লাহ তা'য়ালার জন্য, যিনি আরবী ভাষার একটি ব্যাকরণ (Grammar) গ্রন্থ রচনা করার তাওফীক দান করেছেন।

আরবী ব্যাকরণ বিষয়টি জটিল। তবে সুন্দর উপস্থাপনা আর সহজ ভাষা প্রয়োগের মাধ্যমে যে কোন জটিল বিষয়কে সহজবোধ্য করা যায়। এই নিগূঢ় সত্যটির হাত ধরে আমার এ ক্ষুদ্র প্রয়াস।

আমাদের এই বাংলাদেশেও আরবী ভাষাটি ব্যাপকভাবে সমাদৃত। সম্প্রতিককালে এ ভাষার গুরুত্ব ও চাহিদা বিশ্ব দরবারে বহুমাত্রায় বেড়ে গেছে। কিন্তু এ ভাষার নিয়ম-কানুন, সুনির্দিষ্ট নীতিমালা গ্রন্থাকারে বাংলা ব্যাকরণ ও English Grammar-এর ধারায় বিন্যস্ত আকারে শিক্ষার্থীদের সামনে না থাকায় মাদ্‌রাসা শিক্ষা থেকে শুরু করে সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত অগণিত পাঠক সহজপন্থায় এ ভাষার ব্যাকরণ জানতে ও ভাষাগত ভুলভ্রান্তি দূর করতে পারছেন না। আরবী ভাষার ব্যাকরণের জন্য অনেকে বিভিন্ন স্থানে খোঁজাখুঁজি করে থাকেন। কিন্তু জ্ঞান পিপাসুদের সেই চাহিদা মিটানোর মত গ্রন্থ বহুকাল থেকে দুষ্প্রাপ্যই রয়ে গেছে।

প্রকাশনা জগতের অনেকেই একটি আরবী ব্যাকরণ গ্রন্থ রচনার জন্য অনেক চেষ্টা-সাধনা করেছেন। কিন্তু কেউ এই সমস্যার সমাধানের জন্য এগিয়ে আসেননি। মাদ্‌রাসার পাঠ্যসূচী অনুযায়ী আরবী ব্যাকরণের যে ধারণা শিক্ষার্থীদের দেয়া হয় তা থেকে যে কারোর পক্ষেই এ ভাষার ব্যাকরণ জানা দুঃসাধ্য ব্যাপার। তবে মাদ্‌রাসার শিক্ষার্থীদের ব্যাপারটা স্বতন্ত্র।

অবশেষে উপরোক্ত সমস্যা বিবেচনায় রেখে আমি সর্বসাধারণের উপযোগী একটি আরবী ভাষার ব্যাকরণ রচনার কাজে হাত দেই। আরবী ভাষার ব্যাকরণ সংক্রান্ত নানা রকম জটিলতা সত্ত্বেও অক্লান্ত সাধনা ও গবেষণার বিনিময়ে আল্লাহ্ পাকের বিশেষ মেহেরবানীতে এই গ্রন্থটি রচনা করতে সক্ষম হই। এই গ্রন্থটি সম্পাদনার মাধ্যমে সত্যায়ন করেছেন এ দেশের ইসলামী সাহিত্য জগতে সনামধন্য লেখক ডক্টর মুহাম্মদ আবদুল মা'বুদ। দারুল ইসলাম ফাযিল মাদ্‌রাসার প্রভাষক, বিশিষ্ট আলেমে দ্বীন আ. ন. ম. রুহুল আমীন যিনি গ্রন্থটি রচনায় আমাকে সার্বিকভাবে দিক-নির্দেশনা ও পরামর্শ দিয়েছেন এবং প্রাথমিক সম্পাদনা করেছেন। আমি তাঁদের নিকট বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি সৃজনশীল প্রকাশক "আহসান পাবলিকেশন"-এর স্বত্বাধিকারী জনাব মুহাম্মদ গোলাম কিবরিয়া'কে, তাঁর সহায়তা ও তত্ত্বাবধানের ফলেই বইটির মান এ পর্যায়ে আনা সম্ভব হয়েছে। মূলতঃ তিনিই সম্পাদনার উদ্যোগ গ্রহণ করে গ্রন্থটি স্বচ্ছ, বিশুদ্ধ ও গুরুত্ববহ করে তুলেছেন।

সর্বোপরি গ্রন্থটির বৈশিষ্টাবলী সামনে রেখে অধ্যয়ন করলে এ থেকে যে কেউ আরবী ভাষার ব্যাকরণ সম্পর্কে নতুন কিছু ধারণা লাভ করতে সক্ষম হবেন।

সম্মানিত পাঠকের প্রতি বিনীত অনুরোধ, এই গ্রন্থটিতে কোন ভুল-ত্রুটি পেলে বা কোন অভিযোগ-পরামর্শ থাকলে প্রকাশক বা আমাকে লিখিত আকারে জানাবেন। ইনশাআল্লাহ পরবর্তীতে তার বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন করা হবে।

সবশেষে কামনা করছি– এই গ্রন্থ থেকে উপকৃত জ্ঞান পিপাসু শিক্ষার্থীদের কল্যাণ এবং চিরন্তন রহমত বর্ষিত হউক আমার সম্মানিত আব্বা ও আম্মার প্রতি যাঁদের দোয়া তাদের সন্তানদের উপর আল্লাহর রহমত হয়ে বর্ষণ হতে থাকে। বিশেষভাবে দোয়া রইল সম্মানিত মামা মুঃ আঃ জববার ও মামীর প্রতি যাঁদের স্নেহের ছায়ায় গ্রন্থটি রচনা করেছি। আরও দোয়া রইল, যাঁরা গ্রন্থটির ভুল-ত্রুটি সংশোধন করে সঠিক পরামর্শ ও সহযোগিতার মাধ্যমে কাজটিকে আরও উৎসাহিত ও নির্ভুল করার চেষ্টা করেছেন।

এম এম শাহীদুল্লাহ মিল্লাত

৩ সেপ্টেম্বর, ২০০৪

গ্রন্থটির উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য–

১. সকল শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের উপযোগী করে এটি রচনা করা হয়েছে। এতে আধুনিক বাংলা ব্যাকরণ ও ইংরেজী গ্রামার-এর মিল ও তাঁর প্রতিশব্দ খুঁজে পাওয়া যাবে।

২. এতে মাদ্‌রাসায় পঠিত আরবী ব্যাকরণের বিষয়গুলোকে সহজভাবে পর্যায়ক্রমে নতুন পদ্ধতিতে সুবিন্যস্ত করা হয়েছে। যাতে করে আরবী নিয়ম-কানুনের দুর্বোধ্য, জটিল ও কঠিন বিষয়সমূহকে বুঝতে সহজ হয়।

৩. গ্রন্থটিতে নাহূ, মীযান ও মুনশাঈব, মিয়াতে আমেল, পাঞ্জেগঞ্জ, ইনশা (রচনা, চিঠি, দরখাস্ত) মা'বাদিউল আরাবিয়্যাহ ইত্যাদি গ্রন্থগুলোর সারবস্তু ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণকে একই গ্রন্থে তুলে ধরা হয়েছে।

৪. ব্যাপক উদাহরণের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহ অত্যন্ত সহজ এবং সহজ বিষয়গুলোকে আরও সহজতর করে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। প্রচলিত উদূ, ফার্সির শব্দাবলীকে সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ আরবীর শব্দে ব্যবহার করার চেষ্টা করা হয়েছে।

৫. শব্দ বিশ্লেষণ বা তাহকীকের প্রচলিত পদ্ধতি স্পষ্টভাবে তুলে ধরে তার নানা রকম সমাধান ও ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে।

৬. ব্যাকরণের জটিল আলোচনা– তথা প্রচলিত মিশ্রিত রূপ থেকে আলাদা আলাদা করে ব্যাপকভাবে সন্নিবেশ করে সমজাতীয় বিষয়কে পাশাপাশি সংযোজন করা হয়েছে।

৭. এতে ১৫০০ শত এর মত বাক্য (বাংলা+আরবী), ১০৭টি বাক্য বিশ্লেষণ (তারকীব) ও ৫০টি শব্দ বিশ্লেষণ (তাহকীক) অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, যাতে যে কারোর পক্ষেই আরবী ভাষার শব্দ ও বাক্য সম্পর্কে সুস্পষ্ট উপলব্ধি সম্ভব হয়।

৮. আরবী ব্যাকরণের যে কোন বিষয় সম্পর্কে জানতে চাইলে অথবা ভুলে গেলে সূচিপত্র থেকে সংশ্লিষ্ট বিষয়টি এই ব্যাকরণের অভ্যন্তরে কোথাও না কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে।

فهرسة

সূচিপত্র

INDEX

প্রথম অধ্যায়

- اَللُّغَةُ الْعَرَبِيَّةُ : আরবী ভাষা ARABIC LANGUAGE ১৭
- اَهَمِّيَّةُ اللُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ : আরবী ভাষার গুরুত্ব ১৮
- اَلْقَوَاعِدُ : ব্যাকরণ GRAMMARS ২০
- حَرْفٌ : বর্ণ LETTER ২০
- اَلْحُرُوْفُ الْهِجَائِيَّةُ : বর্ণমালা ALPHABET ২১
- حَرْف এর مَخْرَج বা বর্ণের উচ্চারণ স্থল ২৩
- اَلْحَرَكَاتُ : ধ্বনি চিহ্ন Sound marks ২৫
- যা জেনে রাখা প্রয়োজন ২৮
- تَارِيْخُ الْقَوَاعِدِ الْعَرَبِيَّةِ : আরবী ব্যাকরণের ইতিহাস ৩০
- اَقْسَامُ قَوَاعِدِ اللُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ : আরবী ব্যাকরণের প্রকারভেদ ৩২
- عِلْمُ النَّحْوِ : আরবী ব্যাকরণ ৩৩
- اَلْكَلِمَةُ – শব্দ বা পদ, WORDS ৩৪
- اَقْسَامُ الْكَلِمَةِ : কালিমা পদ বা শব্দের প্রকারভেদ ৩৫

দ্বিতীয় অধ্যায়

- اَلاِسْمُ : বিশেষ্য NOUNS ৩৮
- اَقْسَامُ الاِسْمِ : বিশেষ্য এর শ্রেণী বিভাগ ৩৯
- اِسْمُ الْمَعْرِفَةِ وَالنَّكِرَةِ : নির্দিষ্ট এবং অনির্দিষ্ট বিশেষ্য DEFINITE AND INDEFINITE NOUN ৪১
- اَلْمَعْرِفَةُ : নির্দিষ্ট বাচক বিশেষ্য ৪১
- اَسْمَاءُ الاِشَارَةِ : ইঙ্গিতসূচক বিশেষ্য ৪২

❖ أَسْمَاءُ الْمَوْصُوْلَات : সম্বন্ধবাচক বিশেষ্য ৪৪
❖ اَلْمُضْمَرَاتُ : সর্বনামসমূহ PRONOUNS ৪৬
❖ اَلْمَعْرِفَةُ بِالاضَافَة : সম্বন্ধযুক্তকৃত বিশেষ্যের মাধ্যমে নির্দিষ্টকরণ ৫৩
❖ اَلْمُعَرَّفُ بِالنِّدَاء : হরফে নেদার মাধ্যমে নির্দিষ্টকরণ ৫৩
❖ اَلنَّكِرَةُ : অনির্দিষ্ট বিশেষ্য ৫৫
❖ اَلْجِنْسُ : লিঙ্গ GENDERS ৫৭
❖ عَدَدُ الاسْم : বা اسم এর বচন NUMBER ৬২
❖ اَلْمَجْمُوْعُ/اَلْجَمْعُ/جَمع : বহুবচন ৬৩
❖ عَلاَمَةُ الاسْم : বিশেষ্য পদের চিহ্ন ৬৯
❖ اَلاضَافَةُ : সম্বন্ধ POSSESSIVES ৭১
❖ مُسْنَد ও مُسْنَدٌ اِلَيْه : উদ্দেশ্য ও বিধেয় ৭২
❖ اَلصِّفَةُ : বিশেষণ ADJECTIVES ৭৪
❖ اِسْمُ الْعَدَدُ : সংখ্যাবাচক বিশেষ্য ৭৭
❖ حَرْف جَارّ যের প্রদানকারী অব্যয় PARTICALE ৮৫

তৃতীয় অধ্যায়

❖ اَلْفِعْلُ : ক্রিয়া VERBS ৯৮
❖ اَقْسَامُ الْفِعْلُ : ক্রিয়ার শ্রেণী বিভাগ ৯৯
❖ زَمَانٌ : কাল TENSES ১০০
❖ اَلْفِعْلُ الْمَاضِى : অতীতকালীন ক্রিয়া PAST TENSE ১০১
❖ اَقْسَامُ الْفِعْلِ الْمَاضِى : অতীতকালীন ক্রিয়ার শ্রেণী বিভাগ ১০৬
❖ اَلْفِعْلُ الْمُضَارِع : বর্তমান বা ভবিষ্যতকালীন ক্রিয়া ১১১
❖ فِعْلُ الاَمْرِ : আদেশসূচক ক্রিয়া ১২০
❖ فِعْلُ النَّهْيِ : নিষেধসূচক ক্রিয়া ১২৩
❖ اِسْمُ الْفَاعِل : কর্তা বা কর্তৃকারক ১২৬
❖ اِسْمُ الْمَفْعُوْل : কর্মবাচক বা কর্মকারক ১২৮
❖ اَقْسَامُ الْمَفْعُوْل : মাফউলের শ্রেণী বিভাগ ১৩০
❖ اِسْمُ الظَّرْف : অধিকরণ কারক বিশেষ্য ১৩৩
❖ اِسْمُ التَّفْضِيْلُ : কর্তৃকারকে আধিক্য অর্থবহ বিশেষ্য-এর আলোচনা ১৩৪
❖ اِسْمُ الْمُبَالَغَة : তুলনাহীন আধিক্যের অর্থজ্ঞাপক বিশেষ্য ১৩৫
❖ اِسْمُ الاٰلَة : করণ কারক বা ক্রিয়ার যন্ত্র বিষয়ক ইস্‌মে বর্ণনা ১৩৬
❖ اَلْفِعْلُ الأَزِمْ وَالْمُتَعَدِّى : অকর্মক এবং সকর্মক ক্রিয়া ১৩৭
INTRANSITIVE AND TRANSITIVE VERB
❖ عَلاَمَاتُ الْفِعْلِ : ক্রিয়াপদের চিহ্নসমূহ ১৪০

চতুর্থ অধ্যায়

❖ اَلْحَرْفُ : অব্যয় UNCHANGEABLE, PREPOSITION, CONJUNCTION, INTERJECTION ১৪৩

পঞ্চম অধ্যায়

❖ اَلْمُرَكَّبُ : যৌগিক শব্দ বা বাক্য SENTENCE ১৪৭
❖ تَرْكِيْبُ الْجُمْلَة : বাক্য গঠন প্রণালী ১৫৩
❖ اَلْمُعْرَبُ وَالْمَبْنِى : পরিবর্তন ও অপরিবর্তনযোগ্য শব্দ ১৫৮
❖ اَقْسَامُ الْمُعْرَب পরিবর্তনশীল বিশেষ্য এর প্রকারভেদ ১৬১
❖ غَيْرُ الْمُنْصَرِفُ অপরিবর্তনীয়, রূপান্তরহীন ১৬২
❖ اَقْسَامُ الاسْمُ الْمَبْنِى : অপরিবর্তনশীল বিশেষ্য এর শ্রেণী বিভাগ ১৬৫
❖ اَسْمَاءُ الاَفْعَال : ক্রিয়ার অর্থসূচক বিশেষ্যসমূহ ১৬৭
❖ اَسْمَاءُ الاَصْوَات : ধ্বনিবাচক বিশেষ্যসমূহ ১৬৯
❖ اَسْمَاءُ الظُّرُوْف : স্থান ও কালবাচক বিশেষ্যসমূহ ১৭০
❖ اَسْمَاءُ الْكِنَايَة : ইঙ্গিতসূচক বিশেষ্য ১৭৩
❖ اَلْمُرَكَّبُ الْبَنَائِىْ Basic Compound Sentence মূল যৌগিক শব্দ বা অপরিবর্তনীয় বাক্য ১৭৪

শ্রেণীভিত্তিক পাঠ বিন্যাস

৬ষ্ঠ শ্রেণীর জন্য

প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম অধ্যায় এবং একাদশ, দ্বাদশ, ত্রয়োদশ, পঞ্চদশ, ষষ্ঠদশ, সপ্তদশ, অষ্টাদশ ও উনবিংশ অধ্যায়ের অংশ বিশেষ।

৭ম শ্রেণীর জন্য

৬ষ্ঠ শ্রেণীর জন্য নির্ধারিত অধ্যায়সহ ৬ষ্ঠ ও সপ্তম অধ্যায় এবং দশম অধ্যায়।

৮ম শ্রেণীর জন্য

৬ষ্ঠ ও ৭ম শ্রেণীর জন্য নির্ধারিত অধ্যায়সহ অষ্টম ও নমব অধ্যায়।

বিঃ দ্রঃ শিক্ষক মহোদয় ইচ্ছা করলে উক্ত সিলেবাস পরিবর্তন করতে পারবেন।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

প্রথম অধ্যায়

اَلدَّرْسُ الْاَوَّلُ প্রথম পাঠ

اَللُّغَةُ الْعَرَبِيَّةُ

আরবী ভাষা ARABIC LANGUAGE

মানুষ তার মনের ভাব প্রকাশ করার জন্য ধ্বনি বা আওয়ায সৃষ্টি করে। আরবীতে ধ্বনিকে صَوْتٌ এবং ইংরেজীতে Sound বলা হয়। মানুষ ফুস্‌ফুস্, কণ্ঠ, জিহ্বা, ওষ্ঠ, তালু, দাঁত ও নাক ইত্যাদির সাহায্যে ইচ্ছামত صَوْتٌ বা ধ্বনি সৃষ্টি করতে পারে। মানুষের এ সকল ধ্বনি উদ্ভাবনের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে বলা হয় কথা বলার যন্ত্র বা বাগযন্ত্র।

* اَللُّغَةُ বা ভাষা (Language) হলো কতগুলো অর্থবোধক صَوْتٌ বা ধ্বনির মিলন। মানুষ যা কিছু লিখে বা বলে এবং যার মাধ্যমে একে অন্যের সাথে পরস্পর মনের ভাব বিনিময় ও প্রকাশ করে তাকে ভাষা বলে।

* اَصْوَاتٌ وَكَلِمَاتٌ يُعَبِّرُبِهَا كُلُّ قَوْمٍ عَنْ حَاجَاتِهِم -

* Language is a group of symbolic sounds which is used to express different human feelings and emotions. Or The sound which is used to express a sense is called Language.

মানুষের সাথে অন্যান্য প্রাণীর পার্থক্য এখানে এই যে, মানুষ হচ্ছে তীব্র অনুভূতি সম্পন্ন জীব। ফলে মানুষের প্রবৃত্তি হচ্ছে সমাজবদ্ধতা। অনুভব-উপলব্ধির সমষ্টি নিয়েই আমাদের জীবন। আর এই অনুভব প্রকাশের মাধ্যমই হচ্ছে ভাষা। ভাষার মাধ্যমেই মুনষ মানুষকে কাছে টানে। গড়ে তোলে সমাজ, সৃষ্টি করে সভ্যতা। অপরের সাথে ভাব বিনিময়ের জন্যই ভাষার উদ্ভব। নির্জনে-নিরালায় ভাষার প্রয়োজন হয় না। শ্রোতারূপে সমাজের প্রত্যেক দ্বিতীয় ব্যক্তির সাথে ভাষার রয়েছে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক।

اَلدَّرْسُ الثَّالِثُ তৃতীয় পাঠ

اَلْقَوَاعِدُ

ব্যাকরণ GRAMMAR

আমরা কথা বলি এবং মনের ভাব প্রকাশ করি। কথাকে সাজিয়ে সুন্দর ও সহজ করে প্রকাশ করা দরকার। তাছাড়া পড়া এবং লেখার সময়ও যাতে ভুল না হয় সেদিকেও লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। পৃথিবীর প্রত্যেক ভাষারই নিজস্ব কিছু নিয়ম-কানুন আছে। ভাষার এসব নিয়ম-কানুন বা বিধি -বিধানকেই আরবীতে اَلْقَوَاعِدُ الْعَرَبِيَّةُ (আরবী ব্যাকরণ) বলে।

* যে শাস্ত্র পাঠ করলে বা পড়লে আরবী ভাষা শুদ্ধভাবে লিখতে, পড়তে ও বলতে এবং ভাষা গঠনের নিয়ম-কানুন, রীতি-নীতিগুলো সঠিকভাবে জানা যায় তাকে اَلْقَوَاعِدُ الْعَرَبِيَّةُ (আরবী ব্যাকরণ) বলে।

حَرْفٌ

বর্ণ LETTERS

* মানুষের বাগযন্ত্র দ্বারা উৎপন্ন আওয়াযকে صَوْتٌ বা ধ্বনি বলে। বাগযন্ত্র দ্বারা উৎপন্ন ধ্বনির সূক্ষ্মতম মৌলিক অংশকে ধ্বনি একক (Sound Unit) বলে। ধ্বনির নিজস্ব কোন অর্থ নেই। কিন্তু ধ্বনির পর ধ্বনি সাজিয়ে কোন বস্তু বা অনুভূতিকে সাংকেতিকভাবে বুঝানো হয়। এভাবে নিরর্থক ধ্বনিই অর্থবোধকতা অর্জন করে।

صَوْتٌ বা ধ্বনি (Sound) এর প্রতীক হলো حَرْفٌ বা বর্ণ। صَوْتٌ বা ধ্বনি, উচ্চারণের সাথে সাথে ইথারে মিলে যায়। তাই صَوْتٌ বা ধ্বনিকে স্থায়ীভাবে ধরে রাখার জন্য কতগুলো সাংকেতিক চিহ্ন ব্যবহার করতে হয়। অতএব, বলা যায় صَوْتٌ প্রকাশক সাংকেতিক চিহ্ন বা প্রতীককেই বলে حَرْفٌ বা বর্ণ। বা صَوْتٌ এর লিখিত রূপই হচ্ছে حَرْفٌ বা বর্ণ।

◆ যে প্রতীক বা চিহ্ন ব্যবহার করে ধ্বনিকে প্রকাশ করা হয় তাকে حَرْفٌ বলে। এক্ষেত্রে কোন একটি বিশেষ ধ্বনি একই ভাষাভাষী মানুষের কাছে অভিন্ন সাংকেতিক চিহ্ন হিসেবে প্রত্যক্ষ হয়। যেমন– অ, ক, A, B, । - ب ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন ধ্বনির ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশযোগ্য চিহ্ন।

اَلدَّرْسُ الرَّابِعُ চতুর্থ পাঠ

اَلْحُرُوْفُ الْهِجَائِيَّةُ

বর্ণমালা ALPHABET

আরবীতে ا আলিফ থেকে ى ইয়া পর্যন্ত মোট ২৯টি حَرْف (Letter) বা বর্ণ আছে। এ حَرْف গুলোকে একত্রে اَلْحُرُوْفُ الْهِجَائِيَّةُ (Alphabet) বা আরবী বর্ণমালা বলা হয়। আরবী বর্ণমালা যথাক্রমে–

ج জী-ম	ث ছা	ت তা	ب বা	ا আলিফ
ر র	ذ যা-ল	د দা-ল	خ খ	ح হা
ض দোয়া-দ	ص ছোয়া-দ	ش শী-ন	س সী-ন	ز যা
ف ফা	غ গঈন	ع আঈ-ন	ظ জ	ط ত্ব
ن নূ-ন	م মী-ম	ل লা-ম	ك কা-ফ	ق কূ-ফ
	ي ইয়া	ء হামযাহ্	ه হা	و ওয়া-ও

আরবী বর্ণমালার প্রথম বর্ণ (আলিফ) স্বরচিহ্ন বা حَرَكَةٌ যুক্ত হলে তা ء (হাম্‌যাহ) নামে অভিহিত হয়।

আরবী বর্ণমালা দু'ভাগে বিভক্ত। যথা–